শিক্ষার ব্যক্তি তান্ত্রিক ও সমাজ তান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বিষয়টি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গঠিত হয় — একটি **ব্যক্তিকেন্দ্রিক** (individual-centric) এবং অন্যটি **সমাজকেন্দ্রিক** (society-centric)। শিক্ষা শুধু একজন ব্যক্তির জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম নয়, এটি সমাজ গঠনে এবং সামাজিক পরিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

◆ শিক্ষার ব্যক্তি তান্ত্রিক লক্ষ্য (Individualistic Aim of Education)

সংজ্ঞা:
ব্যক্তি তান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো – তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধন।

উদ্দেশ্যসমূহ:

1. **স্বতন্ত্রতা ও স্বশাসন অর্জন:**
   ব্যক্তি যেন নিজের চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও কর্মে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হতে পারে।
2. **ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ:**
   শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ভেতরে থাকা প্রতিভা ও দক্ষতাগুলো বের করে আনতে সাহায্য করা।
3. **নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন:**
   সৎ চরিত্র গঠন, সত্যবাদিতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলি গড়ে তোলা।
4. **আত্মসচেতনতা ও আত্মবিকাশ:**
   ব্যক্তি যেন নিজেকে ভালোভাবে জানে, নিজের শক্তি ও দুর্বলতা চিনতে পারে এবং আত্মোন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে।
5. **সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতা বৃদ্ধি:**
   শিক্ষা একজনকে কল্পনা শক্তি ও সৃজনশীল চিন্তা করার ক্ষমতা প্রদান করে।

উদাহরণ:
একজন শিক্ষার্থী যিনি শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী, তার আগ্রহ, দক্ষতা ও জ্ঞান বিকাশের জন্য যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা ব্যক্তি তান্ত্রিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে।

◆ শিক্ষার সমাজ তান্ত্রিক লক্ষ্য (Social Aim of Education)

সংজ্ঞা:
সমাজ তান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের উন্নয়ন, ঐক্য, স্থিতি ও অগ্রগতির জন্য সচেতন, দায়িত্বশীল ও কর্মক্ষম নাগরিক তৈরি করা।

উদ্দেশ্যসমূহ:

1. **সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা:**
   শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি শেখে।
2. **সদাচরণ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি:**
   ব্যক্তিকে সমাজের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
3. **জনগণের মাঝে একতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি:**
   বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও শ্রেণির মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখা।
4. **সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতিতে সহায়ক:**
   বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
5. **জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত করা:**
   ব্যক্তি যেন নিজের জাতি ও বিশ্বের অন্যান্য মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ অনুভব করে।

উদাহরণ:
একজন নাগরিককে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইন মেনে চলা, পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখানো – এগুলো সমাজ তান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের উদাহরণ।

🔷 উভয় লক্ষ্য কীভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত?

- ব্যক্তি তান্ত্রিক লক্ষ্য ব্যক্তি উন্নয়নের কথা বলে, আর সমাজ তান্ত্রিক লক্ষ্য বলে সমাজ গঠনের কথা।
- বাস্তবে, একজন সুসংগঠিত ব্যক্তি একটি সুসংগঠিত সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।
- তাই, শিক্ষা ব্যবস্থায় উভয় লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো গুরুত্বপূর্ণ।

🔚 উপসংহার:

শিক্ষার ব্যক্তি তান্ত্রিক ও সমাজ তান্ত্রিক উভয় লক্ষ্যই একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তির উন্নয়ন ছাড়া সমাজ উন্নত হয় না, আবার সমাজের উন্নয়ন ছাড়া ব্যক্তির বিকাশও সীমিত হয়। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই দুই লক্ষ্যকেই গুরুত্ব দিতে হবে।